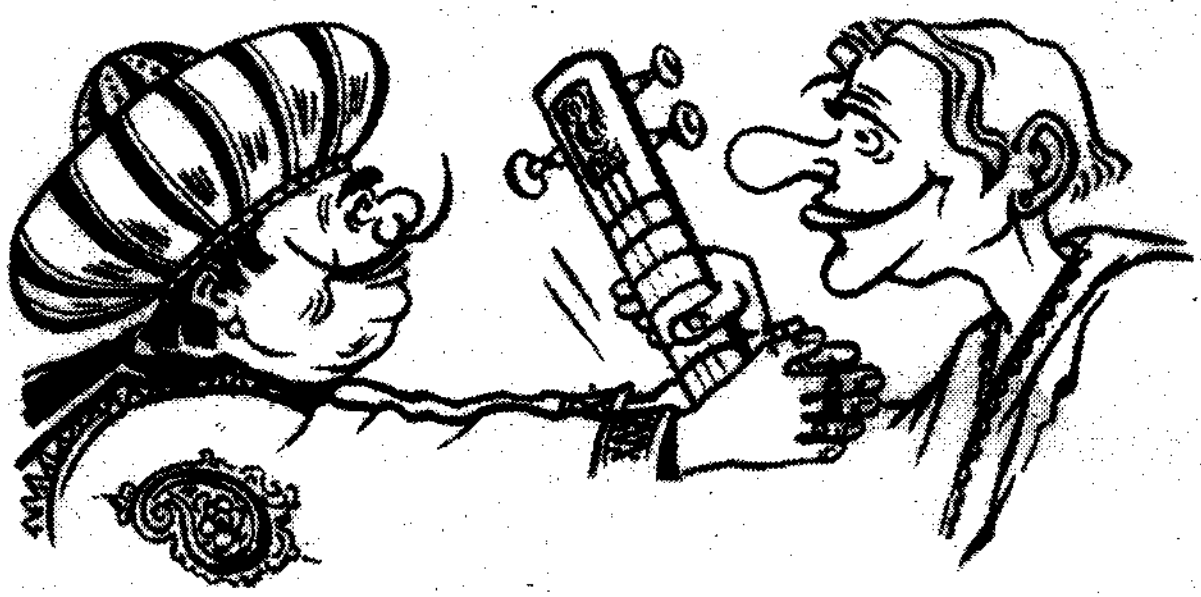

চুপিরাম

রেবন্ত গোস্বামী

এক রাজা ।

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোশালে গরু, ছাগল-শালে ছাগল—স—ব আছে । তবুও রাজার মনে সুখ নেই । কারণ —

না । তোমরা যা ভাবছ, তা নয় । রাজা নিঃসন্তান নন । রাজার সন্তান আছে । ফুলের মতো সুন্দর দুটি ছেলেমেয়ে পাখির মতো কলকাকলিতে রাজার বাড়ি ভরিয়ে রাখে সবসময় । কিন্তু সে কাকলি রাজার কানে পৌঁছায় না । কারণ রাজার কানে অষ্টপ্রহর প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা । চব্বিশ ঘন্টা একটা কান কখনো টনটন করছে, কখনো কটকট করছে, আবার কখনো ভোঁ - ভোঁ করছে । সেই ব্যথায় রাজামশাই শুয়ে স্বস্তি পান না, বসে আরাম

পান না, দাঁড়িয়ে সুখ পান না।

আর এই জন্যেই তাঁর মনে একটুও সুখ নেই।

কানের ব্যথায় অস্থির হয়ে রাজা ডাকেন--'মন্ত্রী!'

মন্ত্রীমশাই ছুটে এলে রাজা বলেন, 'আর পারছি না। ব্যবস্থা কর।'

মন্ত্রীমশাই তলব দেন কোটালকে, কোটাল ডাকল পাত্রকে, পাত্র ডাকল মিত্রকে। মিত্রমশাই ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এলেন কানের ডাক্তারকে।

ডাক্তারবাবু কপালে গোল আয়না লাগিয়ে তাতে ঝাড়-লণ্ঠনের আলো ফেলে রাজার কানের ভেতরটা দেখলেন। তারপর দোল খেলার পিচকারিতে ব্লিচিং পাউডারের জল ভরে পোঁচ্ করে রাজার কানের ভেতরে ছুঁড়লেন। রাজা যখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন, তখন ডাক্তারবাবু বললেন--'কানে কিছু নেই, আসলে গলায় টনসিল হয়েছে। একটা ইনজেক্সন দিলেই সেরে যাবে।'

জ্ঞান ফিরলে রাজা দেখলেন কানের ব্যথা আরো বেড়ে গিয়েছে। ডাকলেন — মন্ত্রী।

মন্ত্রী কাছে আসতেই রাজা বললেন— 'ঐ ডাক্তারকে রাজ্য থেকে দূর করে দাও, তার সঙ্গে মিত্রকেও। আর অন্য ব্যবস্থা কর।'

ডাক্তার আর মিত্র রাজ্য থেকে বিতাড়িত হল।

তারপর মন্ত্রী ডাকালেন কোটালকে, কোটাল ডাকল পাত্রকে।

পাত্র নিয়ে এল এক মিষ্টি ওষুধের ডাক্তারকে।

ডাক্তারবাবু নাড়ি টিপে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজামশাই,

পড়ে কী বুঝলে ?

1. রাজার সব কিছু থাকতেও রাজার মনে সুখ নেই কেন ?
2. রাজার ক'টি সন্তান ?
3. রাজার কোথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা ?
4. কানের ব্যথায় অস্থির হয়ে রাজা কাকে ডাকেন ?

রাত্তিরে ঘুমোলে বাঘের স্বপ্ন দেখেন, না সাপের স্বপ্ন দেখেন ?' রাজা যখন বললেন যে তিনি ব্যথাতে ঘুমোতেই পারেন না তো স্বপ্ন দেখা, তখন ডাক্তারবাবু রাজার মুখে তিনটে সাদা সরষের মতো মিষ্টি ওষুধ দিয়ে বললেন তিন দিন পরে জানাতে ।

পরদিন রাজার কানের ব্যথা আরো বেড়ে গেল । ডাক্তারকে খবর দিতে ডাক্তারবাবু এসে মৃদু হেসে বললেন, 'ব্যথা তো বাড়বেই । প্রদীপটা নেভার আগেই দপ করে জ্বলে ওঠে, বাঘ লাফিয়ে আসার আগে একটু পিছু হটে যায়, ঝড় ওঠার আগেই সব চুপ মেরে যায়। রোগের উপসর্গ বাড়িয়ে দিয়ে রোগের মূলোচ্ছেদই আমার চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মন্ত্রীমশাই যখন ছুটে এলো তখন রাজা তাকে কী বললেন ?
2. কোটাল কাকে ডাকল ?
3. ডাক্তার বাবু রাজার কানের ভিতরটা কী করে দেখলেন ?
4. রাজা যখন যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন তখন ডাক্তারবাবু কী বললেন ?

শুনে রাজা হাঁক ছাড়লেন — 'মন্ত্রী !'

মন্ত্রী আসতেই রাজা বললেন, 'এই ডাক্তারকে রাজ্য থেকে গাধার পিঠে চড়িয়ে দূর করে দাও, সঙ্গে পাত্রকেও । আর অন্য ব্যবস্থা কর ।'

ডাক্তার ও পাত্রকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী ডাকলেন কোটালকে। কোটাল ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসলেন কবিরাজ ন্যায়রত্ন ভেষজশাস্ত্রী ধন্বন্তরি মশাইকে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মিষ্টি ওষুধের ডাক্তারকে কে নিয়ে এল ?
2. মিষ্টি ওষুধের ডাক্তার রাজার মুখে কী দিল ?
3. কবিরাজমশাই কিসের বিরাট ফর্দ দিলেন ?

কবিরাজমশাই অনেকক্ষণ ধরে রাজাকে দেখলেন । কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, 'তাইতো। শরীরও অসুস্থ, বায়ুও কুপিত ।' তারপর এক বিরাট ফর্দ দিলেন। দিনে তিনবার সিমপাতার রস গরম করে কানের ভেতরে ঢালতে হবে । রাতে চারবার ব্রাহ্মীপাতা বেটে মাথায় মাখাতে হবে । সকালে বিকালে গোলমরিচ, তেজপাতা, বাসকপাতা, তালমিছরি গুঁড়িয়ে আধতোলা মধুসমেত সেবন করতে হবে । দুপুরে দুধের সঙ্গে চ্যবনপ্রাশ ভক্ষণ করতে হবে ।'

কিন্তু এতে রাজার কানের ব্যথা কমা তো দূরের কথা, আরো বেড়ে গেল। আগে এক কানে ব্যথা ছিল, এখন দুকানেই ব্যথা করতে লাগল। রাজার হুকুম মত কবিরাজকে কোটালের সঙ্গে রামছাগলের পিঠে চড়িয়ে রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হ'ল।

এরপর মন্ত্রীমশাই রাজার যে কানে কম ব্যথা, সে কানে ফিস-ফিস করে বললেন, 'মহারাজ, যদি সাহস দেন তো আমার খুড়তুতো ভাইএর জ্যাঠতুতো দাদার ভাগনের মামার জামাই এর শ্বশুরকে একবার নিয়ে আসি। তিনি কিছু তুকতাক জানেন। আমার বিশ্বাস তাতে আপনার কান নিশ্চয় সেরে যাবে।

এলেন সেই জামাইএর শ্বশুর।

এরপর রাজার হাতে ঝুলল আড়াইশো গ্রাম ওজনের মাদুলি। দশ আঙুলে দশ গ্রহের (প্লুটো সমেত) গ্রহশান্তি কবচ। কোমরে বাঁধা হল শ্বেত বেড়ালা, পীত করবী, নীল অপরাজিতা আর রক্ত গাঁদার শেকড়। গলায় ঝুলল টিকটিকির হাড়, ইঁদুরের দাঁত আর চামচিকের পাখনা।

তাতেও যখন রাজার কানের ব্যথা বেড়েই চলল, তখন তিনি সেই জামাইএর শ্বশুরের সঙ্গে মন্ত্রীকেও একটা কানকাটা কুকুরের পিঠে চড়িয়ে রাজ্যের বার করে দিলেন।

অবশেষে —

মনের দুঃখে বনে চলে যাওয়াই ঠিক করলেন রাজামশাই। সেইমতো ব্যবস্থাপত্র হল। সেপাইসান্ত্রী, সৈন্যসামন্ত, লোকলস্কর, মাঝিমাল্লারা প্রস্তুত হল।

রাজা বনযাত্রা করলেন।

হাতীর পিঠে চড়ে রাজ্যের সীমান্তের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় রাজার মনে হল যেন কাছেই কোথাও একশোটা গাধা একসঙ্গে চিৎকার করছে, এক হাজার কাঠঠোকরা কাঠে ঠোকরাচ্ছে আর একলক্ষ ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। হাতি ঘোড়া যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। লোকজন

উল্টে পড়তে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় —

হঠাৎ রাজার কানের মধ্যে যেন তোলপাড় করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিরাট ভোমরা রাজার কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে গেল, যেদিক থেকে শব্দটা আসছে তার ঠিক উল্টোদিকে।

রাজামশাই-এর মনে হল, বৈশাখমাসে যেন হঠাৎ বৃষ্টি এল, শ্রাবণের বাদলা দিনে যেন হঠাৎ রোদ হেসে উঠল, প্রচণ্ড শীতে যেন লেপ গায়ে পড়ল, আর ঘুমে ভেঙে পড়ার সময় যেন নরম বিছানায় কেউ তাঁকে শুইয়ে দিল।

এতদিনের কানের ব্যথা তাঁর হঠাৎ এক মুহূর্তে একেবারে সেরে গেল।

রাজা হাঁকলেন — 'সেনাপতি!'

সেনাপতি আসতেই রাজা বললেন—'কোথা থেকে শব্দটা আসছে খোঁজ নাও গিয়ে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনাপতি বেঁধে আনলেন একজন রোগাপটকা লোককে। বললেন, 'মহারাজ, এই লোকটাই ওরকম বিদঘুটে আওয়াজ করছিল। ও বলছে নাকি গলা সাধছিল।'

1. রাজা মশাই মনের দুঃখে কোথায় চলে যাওয়া ঠিক করলেন ?
2. রাজা চুপিরামকে বুকে জড়িয়ে কী বললেন ?

রাজামশাই রেগে চোখ লাল করে সেনাপতিকে বললেন, 'কেন একে বেঁধে এনেছ? শিগগির এর বাঁধন খুলে দাও।'

সেনাপতিমশাই থতমত খেয়ে লোকটির বাঁধন খুলে দিলেন।

রাজা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি ?'

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, অধমের নাম চুপিরাম পাইন, গুপী গাইনের মাসতুতো ভাই। মহারাজ, আমি ভেঙেছি কি কোন আইন ?'

রাজা তাকে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'মোটেই না। বরং তোমার গানের

মাইন ফাটার জন্য আমার কানের পোকা বেরিয়ে গিয়ে আমি বাঁচলাম । আজ থেকে তুমি আমার সভাগায়ক ।'

রাজা রাজ্যে ফিরে এলেন । ডাক্তার বৈদ্য, মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র, মিত্র সকলের অপরাধ ক্ষমা করা হল । তারা দেশে ফিরে এল । সকলে মহাখুশি।

শুধু ভোর হতেই সকলে বিছানার পাশে রাখা তুলো ভালো করে কানে গুঁজে নেয়। হাতিশালে হাতিকে, ঘোড়াশালে ঘোড়াকে, গোশালে গরুকে শক্ত করে বেঁধে রাখে মাহুত, সইস আর গোয়ালারা।

কারণ একটু পরেই রাজার প্রিয় সভাগায়ক গেয়ে উঠবেন — 'দ্যাখরে নয়ন মেলে জগতের বাহার ।' মাসতুতো ভাইএর কাছ থেকে শেখা সেই ভৈরবী সুরের গানটা । পাখিরা সেই গান শুনে ঝট্‌পট্‌ করতে করতে বাসা ছেড়ে উড়ে যাবে, শিউলি ফুল ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে । গানের সুর প্রভাতকে সত্যিই যেন হিড়হিড় করে টেনে আনবে।

কিন্তু কেউই সে গানের সমঝদার হয় না, একমাত্র রাজামশাই ছাড়া । তিনি কেবল কানে হাত চাপা দিয়ে মাথা নাড়েন আর মনে মনে ভাবেন, আহা, এমন কানের পোকা বার করা গান কজন গাইতে পার !

জেনে রাখো

হাতিশাল — যেখানে হাতি থাকে ।

নিঃসন্তান — যার সন্তান নেই ।

অসহ্য — যা সহ্য করা যায় না ।

বিতাড়িত — তাড়িয়ে দেওয়া ।

এক মুহূর্তে — এক নিমেষে ।

পাঠবোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. রাজার ছেলেমেয়েরা কিভাবে বাড়ি ভরিয়ে রাখতো ?
2. কোন্ ব্যথার জন্য রাজামশাই কিছুতেই আরাম পেতেন না ?
3. কোটালকে কে ডেকেছিলেন ?
4. মিত্র মশাই কি করে কানের ডাক্তারকে ডেকে এনেছিলেন ?
5. কারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত হলো ?

সংক্ষেপে লেখো

6. মিত্র মশাই কানের ডাক্তারকে ডাকার পর তিনি কী করলেন ?
7. "প্রদীপটা নেভার আগেই দপ করে জ্বলে ওঠে" — কথাটি কে বলেছিলেন এবং কেন ?
8. মন্ত্রীমশাই রাজার যে কানে কম ব্যথা, সেখানে ফিস-ফিস্ করে কী বললেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. মন্ত্রীমশাই - এর জামাইয়ের শ্বশুর কীভাবে রাজার চিকিৎসা করেছিলেন ?
10. শেষ পর্যন্ত রাজার কানের ব্যথা কি করে সারলো ? — বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

শেষ উচ্চ

মিত্র	জয়
উদয়	প্রভু

2. বাক্য তৈরি করো

নিঃসন্তান	সুন্দর
যন্ত্রণা	বিদ্‌ঘুটে
অসুস্থ	প্রভাত

3. সঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গা ভরো

(ক) রাজার কানে ..... প্রচন্ড যন্ত্রণা আর অসহ্য ব্যথা ।

(রাতদিন, সব সময়, অষ্টপ্রহর)

(খ) ..... কান কখনো টন্‌টন্‌ করছে, কখনো কট্‌কট্‌ করছে ।

(বাইশ ঘন্টা, চব্বিশ ঘন্টা, বারো ঘন্টা)

(গ) কিন্তু সে ..... রাজার কানে পৌঁছায় না ।

(কাকলি, সুর, শব্দ)

4. একটা জিনিসের সঙ্গে রা, গুলি ইত্যাদি শব্দ যোগ করে অনেক জিনিস বোঝানো হয় । যেমন গাছ — গাছগুলি । নিচের শব্দগুলিকে এইভাবে লেখো —

পাতা — বই

ফুল — কলম

বন — ছাতা